Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 516 – 526
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বাউল আত্মদর্শন : একটি প্রান্তীয় আদিবিদ্যক চর্চা

তাপস দাস
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়
ইমেইল : tapas7484@gmail.com

Keyword
বাউল দর্শন, জড়বাদ, অধ্যাত্মবাদ, লৌকিক অধ্যাত্মবাদ, আত্মদর্শন, প্রান্তীয় দর্শন।

Abstract
এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হল বাউল দর্শনের প্রেক্ষিত হতে আত্মদর্শন মূলক সমস্যার উত্তর অনুসন্ধান করা। প্রসঙ্গত সাবেকী ভারতীয় দর্শনে আত্মদর্শন প্রসঙ্গ যে আলোচনা আমরা পাই তা মূলতঃ দুইটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ, যথা- দেহ-কেন্দ্রিকতাবাদ এবং অধ্যাত্মবাদ। যারা দেহ-কেন্দ্রিকতার ধারণায় বিশ্বাসী তারা 'আমি' পদের বাচ্যার্থ স্বরূপ দেহকে স্বীকার করে থাকেন। এই মতে দেহ ও আত্মা যেহেতু অভিন্ন তাই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই হল 'আমি' পদের বাচ্যার্থ। ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে একমাত্র চার্বাকগণ এই ধারণায় বিশ্বাসী। বিপরীত দিকে যারা অধ্যাত্মবাদী, তারা দেহাতিরিক্ত সত্তা স্বরূপ আত্মাকে 'অহম' পদের বাচ্যার্থ বলে স্বীকার করেন। চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দার্শনিকগন এই মতে বিশ্বাসী। এই মতে দেহ উৎপত্তি বিনাশ যোগ্য হওয়ায় দেহ অনিত্য, কিন্তু আত্মা উৎপত্তি বিনাশ রহিত এক নিত্য শাশ্বত সত্তা (বৌদ্ধ ব্যতীত)।

এক্ষেত্রে বাউলের প্রশ্ন হল- দেহাতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান লাভ কী আদৌ সম্ভব? যদি হয় তাহলে তা কীভাবে? আর যদি তা না হয়, তাহলে দেহাতিরিক্ত আত্মাকে আমরা কেন 'আমার স্বরূপ' বলে স্বীকার করবো? তার চেয়ে বরং যে দেহকে অবলম্বন করে আমাদের আত্মার জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়, সেই দেহ সম্পৃক্ত আত্মাই হল 'আমি' পদের বাচ্যার্থ। উল্লেখ্য আমি পদের বাচ্যার্থ বর্ণনায় বাউলগণ যে দেহ সম্পৃক্ত আত্মার ধারণাকে বর্ণনা করেছেন তাতে জড়বাদী চার্বাক বর্ণিত দেহ-কেন্দ্রিকতাবাদের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি অধ্যাত্মবাদেরও প্রভাব আছে। এখানে জড়বাদের প্রভাব আছে কারণ, আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় বাউগন জড়বাদের ন্যায় দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। তবে চার্বাকী জড়বাদের সাথে বাউলের পার্থক্য হল, জড়বাদে যেমন দেহকেই আত্মা বলা হয়েছে, বাউল দর্শনে তেমন দেহ ও আত্মার মধ্যে অভিন্নতাকে স্বীকার করা হয় নি। সুফীবাদের প্রভাব বশত এখানে দেহ ও আত্মার মধ্যে ভেদকে স্বীকার করা হয়েছে। তবে এই ভেদ অধ্যাত্মবাদের ন্যায় নয়। বাউল মতে যদিও আত্মা ও দেহ দুই সাধনার বিষয়, কিন্তু দেহ নিরপেক্ষ আত্মাকে জানা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। এখানে আমার প্রকাশ ক্ষেত্র হিসাবে দেহকে স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ আমার স্বরূপ সম্পর্কে বাউল মতবাদ আংশিক ভাবে যেমন এই দুই মতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তেমন আবার

বৈসাদৃশ্যপূর্ণও বটে। যার জন্য আত্মদর্শন প্রসঙ্গে বাউলের দৃষ্টিভঙ্গি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা দেহকেন্দ্রিক অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলে স্বীকৃত। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই এ প্রবন্ধে 'ব্যক্তির স্বরূপ' প্রসঙ্গে বাউলের অভিমতকে আলোচনা করা হয়েছে।

Discussion

আমার প্রত্যেকটি দিন শুরু হয় আমার প্রয়োজনীয় তাগিদ পূরণ করার উদ্দেশ্যে। আমি সর্বদাই সেই সকল কাজে প্রবৃত্ত হই যা করতে আমি ভালোবাসি। আমি তাদের সাথেই মেলামেশা করি যাদের আমি পছন্দ করি। সূর্যউদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমার সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু হল 'আমি'। কিন্তু প্রশ্ন হল- এই 'আমি'টা কে? অর্থাৎ আমি পদের বাচ্যার্থ কী? দৈনন্দিন জীবন যাপনে এই 'আমি' শব্দের বাচ্যার্থ স্বরূপ আমরা বিশেষ কিছু বিশেষণ সম্বন্বিত ব্যক্তিকে বুঝে থাকি। যেমন আমার নাম 'তাপস দাস' হওয়ায় যখন কোনো অচেনা ব্যক্তি প্রশ্ন করে - তুমি কে? তখন আমার পরিচয় স্বরূপ আমি বলি 'আমি তাপস দাস'। কিন্তু প্রশ্ন হল- আমার এই নামটি কি সত্যি আমার স্বরূপের বোধক? যদি হয় তাহলে একই নামে একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব? সমস্যাটি আরো জটিল হয় যখন একই নামে দুজন ব্যক্তি একই জায়গায় উপস্থিত থাকে। কাজেই ব্যক্তির নাম তার স্বরূপের বোধক নয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে 'আমার স্বরূপ' ব্যাখ্যায় আমরা সর্বদাই প্রথমে আমাদের নামকেই উল্লেখ করি। একই ভাবে আমার পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল বিষয় গুলির উল্লেখ করি যথা- ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পিতা-মাতার পরিচয় ইত্যাদি; এর কোনোটি আমার 'আমি'র স্বরূপ বোধক নয়। ফলতঃ এখন এই প্রশ্ন আসে- তাহলে এগুলির উল্লেখ আমরা করি কেনো? এবং এই বিষয় গুলিকে উপেক্ষা করে কিভাবে আমি 'আমার স্বরূপ'কে উপলব্ধি করতে পারব?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনে ব্যবহৃত বিশেষণ গুলির প্রয়োজনীয়তা আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। তাই বিশেষণ গুলির ব্যবহার আমরা করি। কিন্তু তাত্বিক আলোচনায় এই বিশেষণ গুলি ব্যক্তির স্বরূপের বোধক নয়। বিষয়টিকে কেবলাদ্বৈত বেদান্তের ভাষায় বললে, উক্ত বিশেষণ গুলি দ্বারা আমার 'আমি'র তটস্থ লক্ষণকে ব্যাখ্যা করা গেলেও, এর দ্বারা স্বরূপ লক্ষণকে বর্ণনা করা যায় না। তাই উক্ত বিশেষণ গুলি 'আমি' পদের বাচ্যার্থ নয়। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, বিষয়টিকে যদি দর্শনের আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা যায়। তাহলে আমার 'আমি'র স্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, দর্শনের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন আঙ্গিক হতে 'ব্যক্তির স্বরূপ' আলোচিত হয়েছে, যেমন- জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় জ্ঞাতা হিসাবে, সমাজ দর্শনের আলোচনায় সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে, নীতিবিদ্যার আলোচনায় নৈতিক ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে প্রভৃতি। তবে একমাত্র অধিবিদ্যার আলোচনাতেই জীবের স্বরূপ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই দর্শনের আঙ্গিকে, বিশেষ করে যদি অধিবিদ্যার আঙ্গিক হতে আমার 'আমি'র স্বরূপকে আলোচনা করা হয়। একমাত্র তাহলেই আমি কে? আমার স্বরূপ কী? আমি পদের বাচ্যার্থ কী? এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর লাভ সম্ভব হয়। আর এই লক্ষ্যে অগ্রসর হতে গিয়েই এখানে বাউল দর্শনকে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল বাউল দর্শন স্বীকৃত আদিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি হতে স্বরূপের অনুসন্ধান করা। এখন কারো কারো মনে এই প্রশ্ন আসতেই পারে দর্শন চর্চায় বাউলের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করার কারণ কী? বাউল মতবাদ কী আদৌ দর্শন পদবাচ্য? বিশেষ করে যেখানে আলোচ্য বিষয় আত্মদর্শন বা স্বরূপের অনুসন্ধান সেখানে বাউল মতাদর্শ গ্রহণ কতটা প্রাসঙ্গিক সেই প্রশ্ন কারো কারো মনে আসতেই পারে। যাইহোক প্রথম প্রশ্ন-বাউল মতবাদ কী আদৌ দর্শন পদবাচ্য কী না? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে এই আলোচনা শুরু করা যাক।

এক

বাউল মতবাদ দর্শন পদবাচ্য কী না? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে দর্শন কাকে বলে? অর্থাৎ দর্শন শব্দের শব্দার্থ কী? সেই প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করা যাক। আমরা জানি ইংরাজী শব্দ 'Philosophy' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল

'দর্শন'। ইংরাজী শব্দ 'Philosophy' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে দুইটি গ্রীক শব্দ 'Philos' এবং 'sophia' হতে, যার আক্ষরিক অর্থ হল 'love of wishdom' বা 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ'। যদিও এ ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি থেকেই যায় যে, এখানে 'love of wishdom' বলতে কী কোনো বিশেষ প্রকার জ্ঞানের প্রতি অনুরাগের কথা বলা হচ্ছে? না কী জ্ঞানের প্রতি বিশেষ প্রকারের 'অনুরাগ' এর কথা বলা হচ্ছে? যাই হোক, যে অর্থকেই স্বীকার করা হোক না কেন পাশ্চাত্য দর্শনের প্রেক্ষিতে 'Philosophy' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ'। এবার 'Philosophy' শব্দের বাংলা তর্জমা 'দর্শন' শব্দের অর্থকে আলোচনা করা যাক, দেখা যাক শব্দ দুইটি সম অর্থের বোধক কী না।

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলি, অর্থগত দিকদিয়ে 'Philosophy' এবং 'দর্শন' শব্দটি কখনোই সম অর্থের বোধক নয়। ব্যুৎপতিগতভাবে 'দৃশ' ধাতুর সাথে 'অনট' প্রত্যয় যোগে 'দর্শন' শব্দের উৎপত্তি। যার আক্ষরিক অর্থ হল দেখা। তবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে, শাস্ত্র আলোচনায় 'দর্শন' শব্দটির কেবল আক্ষরিক অর্থকে গ্রহণ করা হয় নি। এখানে দর্শন শব্দের দ্বারা 'সত্যের সম্যক উপলব্ধি'কে স্বীকার করা হয়েছে। এই বিচারে জগৎ ও জীবন বিষয়ক সত্যের সম্যক উপলব্ধি হল দর্শন শব্দের শব্দার্থ। অন্যভাবে বললে এখানে 'দৃশ' ধাতুর প্রয়োগ কেবল 'চোখে দেখা'র সংখ্যা সীমিত নয়। চিন্তা, ধ্যান, শ্রবণ, মনন, করণ দ্বারা আমরা যা কিছু অর্জন করি সেই সকল প্রকার সত্যকেই দর্শন পদবাচ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে[১]। কাজেই ব্যুৎপত্তিগত ভাবে 'দর্শন' ও 'Philosophy' শব্দের শব্দার্থের মধ্যে যে ভিন্নতা আছে সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভাষাগত সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা 'Philosophy' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'দর্শন' পদটিকে ব্যবহার করে থাকি। এবার আসি বাউল মতবাদকে দর্শনমত বলে অভিহিত করার তাৎপর্য বিচারে।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে দর্শন হল সংস্কৃতির সারবস্তু (essence) এ ধারা অনুসারে যে দেশ, সভ্যতা যেমন তার দর্শন চেতনা সেইরূপ। এখন এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে যদি ভারতীয় দর্শনকে চর্চা করি, তার উৎসকে অনুসন্ধান করি, তাহলে ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তিতে ঋষিমুনিদের অবদানকে অবশ্য স্বীকার করতে হয়। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ঋষিমুনিগন জগৎ ও জীবন কেন্দ্রিক যে প্রশ্নগুলির উত্তর অসুসন্ধান করে চলেছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হল আত্মার স্বরূপ অন্বেষণ। আমি কে? আমার স্বরূপ কী? পরম সত্য কী? পরম সত্যের সন্ধান লাভ কীভাবে সম্ভব? জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সম্বন্ধ কী? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর আমার পাই ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় যথা- বেদ, গীতা, উপনিষদের আলোচনায়। পরবর্তীকালে বৈদিক সাহিত্য মধ্যস্থ্য মতের পর্যালোচনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভারতীয় দর্শনের নানা শাখা যেখানে প্রথাগত ভাবে এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কেবল প্রথাগত আলোচনার কথা উল্লেখ করলে তা আদতে দৃষ্টিভঙ্গিগত দৈনতার ফসল হবে। প্রথাগত দর্শনের পাশাপাশি অপ্রথাগত দর্শন চর্চাতেও আমরা এই বিয়ের আলোচনা পাই। এই প্রসঙ্গেই বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় বাউল দর্শনের কথা। বাউলগণ তাদের গানের ভাষায় প্রথাগত দর্শনে আলোচিত সকল প্রশ্নেরই উত্তর অনুসন্ধান করেছে। শুধু তাই নয়, উক্ত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আপন সিদ্ধান্তকেও তারা প্রকাশ করেছে তাদের গানের ভাষায়। তাই বাউল গান কেবল গান নয়, এ হল শুদ্ধ দর্শনগত সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সদানন্দ রচিত একটি গানের কথা। এক গানে তিনি বলেছেন—

"এবার আপনার খবর আপনি জানেন রে মন
মানুষ কোথায় আছে কর নিরীক্ষণ।
আমি আমি সবাই বলে আমি কে চেন গা তারে
তার কর গা অন্বেষণ"[২]

গানটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল '*আত্মতত্ত্ব*' যা প্রথাগত দর্শনের আলোচ্য বিষয় গুলির মধ্যে একটি। হাসনা বেগম বাউলগানের মর্মার্থ বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে বাউল গানের তিনটি দর্শনগত বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি স্বীকার করেছেন যথা- জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, নীতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং আদিবিদ্যক বৈশিষ্ট্য[৩]। যার মধ্যে এই প্রবন্ধের যেটি মূল আলোচ্য বিষয় '***আত্মদর্শন***, তা আদিবিদ্যক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। কাজেই এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাউল মতবাদ অবশ্যই

দর্শন পদবাচ্য এবং বাউলগান হল শুদ্ধদর্শনগত সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করার সহজ মাধ্যম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফকির লালন সাঁই দ্বারা রচিত একটি গানের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ফকির লালন সাঁই তাঁর এক গানে বলেছেন-

"এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে তারে বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে কে হাতে গায়
তেমনি সে থাকে প্রায় আছে আলোকে বসে।" [৪]

এই গানের ভাষায় সাঁইজি বেশকিছু আদিবিদ্যক রূপকে র উল্লেখ করেছেন, যেমন গানের প্রথম লাইনে 'এই মানুষ' বলতে এখানে 'মানব দেহ' এবং 'সেই মানুষ' বলতে 'পরমাত্মা'র কথা বলা হয়েছে। আর এই পরমাত্মার অধিষ্ঠান যে আপন দেহে তাই প্রকাশ পেয়েছে গানের প্রথম লাইনে। উল্লেখ্য, যুগ যুগ ধরে মুনিঋষিগণ যার সন্ধানে ব্রত, সে যে পরমাত্মা তা বোঝতে গানের দ্বিতীয় লাইনের উল্লেখ। আর পরমাত্মা হৃদয়ের এত কাছে থেকেও সে যে অধরা, তা বোঝাতে বাকি তিনটি লাইনের উল্লেখ। অর্থাৎ কালামটির অন্তর্নিহিত অর্থ হল, পরমাত্মার সন্ধান যদি চাও তাহলে মানব দেহের ভিতরেই তার সন্ধান কর। এরকমই আরেকটি পদ হল- 'আকাশ বাতাস খুঁজিস যারে এই দেহে সে রয় ডুবে দেখ দেখি মন একি লীলাময়'।

আসলে বাউলগন দেহভন্ডবাদী। এইমতে এই জগতে এমন কিছুই নেই যা দেহে নেই। অর্থাৎ বাউল মতে দেহ হল জগতের ক্ষুদ্র কিন্তু পূর্ণ একক। তাই পরমসত্যের সন্ধানে এখানে দেহ সাধনার কথা বলা হয়েছে। এই মতে দেহ সাধনার মধ্যদিয়ে ব্যক্তি যখন স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হবে তখন সে নিজ মধ্যে থাকা পরমাত্মা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবে। অর্থাৎ পরমসত্যকে জানতে হলে আগে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে, এই ছিল বাউলদের বিশ্বাস। তবে কেবল বাউল নয়। এই একই ধারণা আমরা পাই বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে, কাজেই এই দিক দিয়ে দেখলে ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি তথা বেদ, উপনিষদ, গীতা - প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে যে গুঢ়তত্বের প্রকাশ ঘটেছে, বাউল তার সহজ সুরের উপমার আড়ালে সেই দার্শনিক সিদ্ধান্তকেই ব্যক্ত করেছিল আপন দৃষ্টিতে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। হারামণি পত্রিকার আর্শিবাদ অংশে তিনি 'বাউল' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে গগন হকার রচিত 'কোথায় পাব তারে/আমার মনের মানুষ যে রে!' গানটির কথা উল্লেখ করে বলেন- এই গানের কথা যদিও নিতান্ত সহজ কিন্তু এর যে মর্মার্থ তা তো আদতে উপনিষদ্ উল্লেখিত "তং বেদং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যু পরিব্যথাঃ" শ্লোকের সাথে অভিন্ন। যার মর্মার্থ হল যাকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে মরণ বেদনা। এরপরেই তার সরল স্বীকারোক্তি 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলাম আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল[৫]। অর্থাৎ বাউল যে কেবল গান নয়, এটি যে একটি দর্শনগত মত তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। তবে এই দর্শন প্রথাগত দর্শনের ন্যায় লিখিত শাস্ত্র নির্ভর নয়। বাউল দর্শন হল বাংলার নিজস্ব দর্শন। তবে এই দর্শন প্রান্তীয় দর্শন, কারণ এখানে দেহ সাধনার মধ্যদিয়ে পরম সত্যের সন্ধান করা হয়েছে। কাজেই এটা মানতে বোধহয় কারো কোনো অসুবিধা নেই যে, বাউল অবশ্যই দর্শন মত এবং বাউল গানের ভাষা, সুর, ছন্দ, উপমা সাহিত্য চর্চার বিষয় হলেও এই গানের ভাষায় যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়েছে তা দর্শন চর্চার বিষয় বস্তু। এবার আসি দ্বিতীয় প্রশ্ন - আত্মদর্শনের আলোচনায় বাউল মতবাদ গ্রহণের তাৎপর্য কী? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, 'আত্মদর্শন' কী? তা না জেনে আত্মদর্শনের আলোচনায় বাউল মতবাদ কেন প্রাসঙ্গিক? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কার্যত অসম্ভব। তাই পরবর্তী অংশে প্রথমে ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে আত্মদর্শন বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করা হয়েছে। তারপর উক্ত আলোচনায় বাউল মতের প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই

ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়ে 'আত্ম' শব্দের সহিত 'দর্শন' শব্দযোগে 'আত্মদর্শন' পদের উৎপত্তি। 'আত্ম' শব্দের বাচ্যার্থ হল 'স্ব' বা 'নিজ স্বরূপ' এবং 'দর্শন' শব্দের দ্বারা শাস্ত্রে 'সম্যক উপলব্ধি'র কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই বিচারে আত্মদর্শন পদের অর্থ 'নিজের' বা 'স্ব রূপের সম্যক উপলব্ধি' অর্থাৎ সচেতনভাবে আমার আমির যে অন্বেষণ, তাকেই ভারতীয় দর্শনে 'আত্মদর্শন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এবার আসি আত্মদর্শনের আলোচনায় বাউল মতবাদ গ্রহণের তাৎপর্য অনুসন্ধাণে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলি, এক্ষেত্রে এটা ভাববার কোনো কারণ নেই যে, আত্মদর্শন বাউলের একক আলোচনার বিষয়, বা বিষয়টি এমনও নয় যে, ইতিপূর্বে বাউল ছাড়া অন্যকোনো দর্শন চর্চায় এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয় নি। দর্শন চর্চার ইতিহাসে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য উভয় দর্শনেই 'আত্মদর্শন' প্রসঙ্গে, তার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বহু চর্চা ইতিপূর্বে হয়েছে। যেমন বৈদিক সাহিত্যে আত্মতত্ত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে- 'আত্মনং বিদ্ধি' বা পাশ্চাত্য গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের অভিমত হল 'know thyself'। যার মূল কথা হল- আত্মজ্ঞান হল সকল জ্ঞানের মূল। এই একই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন আমরা পাই বাউলগানে। বাউল গানের প্রসিদ্ধ রচয়িতা ফকির লালন সাঁই, তাঁর গানের একপদে বলেছেন-

"ও যার আপন খবর আপনার হয় না।
আপনারে চিনতে পারলে যাবে অচেনারে চেনা"[৬]

এখানে 'অচেনা' পদটির দ্বারা সাইজি যে পরমাত্মার কথা বলেছেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। অতএব একটা বিষয় স্পষ্ট, প্রথাগত দর্শনের ন্যায় বাউলিয়া আত্মতত্ত্বেও পরমাত্মার জ্ঞানলাভে জীবাত্মার জ্ঞানার্জনকেই আবশ্যিক বলে দাবী করা হয়েছে। তবে কেবলমাত্র এই দাবীর মধ্যদিয়ে বাউলিয়া আত্মতত্ত্বের পূর্ণপ্রকাশ ঘটেনা। বাউলিয়া আত্মতত্ত্বের মূল তাৎপর্য হল- পরমসত্যের সন্ধনে তাদের গৃহীত পথ। তত্ত্বগত ভাবনায় সকল সম্প্রদায়ই পরমসত্যের অনুসন্ধান করে থাকে। মনের মানুষের সাথে মিলন কিভাবে হবে? এই প্রশ্ন একা বাউলের নয়, এই প্রশ্ন সবার। কিন্তু মিলনের পন্থাগত দিক দিয়ে প্রথাগত ভারতীয় দর্শনের সাথে বাউল মতের ভিন্নতা আছে। প্রথাগত ভারতীয় দর্শনে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনে যেখানে হয় জড়বাদী না হয় অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে একমাত্র বাউল দর্শনে এই ধারণার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এখানে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় উভয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে বাউলের অভিমত হল - জীবাত্মা যেহেতু পরমাত্মার অংশ এবং উভয়ের আশ্রয় স্থল যেহেতু মানব দেহ, তাই দেহকে অতিক্রম করে নয়; বরং দেহকে অবলম্বন করে যদি আপনাকে জানতে পারি, তাহলেই পরমাত্মাকে জানতে পারবো।

উল্লেখ্য, দেহকে অবলম্বন করে দেহ মাঝে এই যে পরমাত্মার অনুসন্ধান, এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই এখানে ইহজাগতিক অধ্যাত্মবাদ বা লৌকিক আধ্যত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলে দাবী করা হয়েছে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই এখানে স্বরূপের অনুসন্ধান করা হয়েছে। আর ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে এই দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য পর্যালোচনা করতেই এখানে আত্মদর্শনের আলোচনায় বাউল দর্শনকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখন কারো কারো মনে এই প্রশ্ন আসতেই পারে যে- এখানে কেন এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? তাছাড়া ইতিপূর্বে প্রথাগত ভারতীয় দর্শনে আত্মদর্শনের আলোচনায় যেখানে হয় জড়বাদী না হয় অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিকোণকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে একই বিষয়ের আলোচনায় এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বিত রূপস্বরূপ, পৃথকভাবে লৌকিক অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিকে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কী?

এই জাতীয় সংশয়ের উত্তরে বলি, দেহ যেমন ব্যক্তির স্বরূপ নয়, তেমনি দেহ বর্জিত আত্মার জ্ঞানের মধ্যদিয়ে ব্যক্তির স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় না। ব্যক্তির স্বরূপকে উপলব্ধি করতে হলে দেহ এবং আত্মা উভয়েরই জ্ঞান প্রয়োজন। কিন্তু চার্বাকী জড়বাদে দেহাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকে আত্মা বলে স্বীকার করায় এখানে যেমন ব্যক্তির স্বরূপ অধরা থেকে গেছে, তেমনি আবার শাশ্বতবাদী আত্মতত্ত্ব-এ দেহাতিরিক্ত আত্মাকে ব্যক্তির স্বরূপ বলে দাবী করায় এখানে স্বরূপের বর্ণনায় দেহের জ্ঞান বর্জিত হয়েছে। আসলে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ এক পাক্ষিক এবং ঐকান্তিক দোষদুষ্ট। বিষয়টি অনেকটাই অন্ধ ব্যক্তির হস্তি দর্শনের ন্যায়। তাই ব্যক্তির স্বরূপ আলোচনায় এই

একপাক্ষিক দৃষ্টি হতে উত্তরণের পন্থা হিসাবে এখানে আত্মদর্শনের আলোচনায় বাউল মতবাদকে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যভাবে বললে অনৈকান্তিক দৃষ্টি হতে 'আপন স্বরূপ'কে আলোচনা করতে গিয়ে এখানে বাউলমতকে গ্রহণ করা হয়েছে। যা প্রকাশ পেয়েছে বাউলের 'মনের মানুষ'-এর ধারণার মধ্যদিয়ে। এখন প্রশ্ন 'মনের মানুষ' কে?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রের ভিন্নতা অনুসারে 'মনের মানুষ' শব্দটির একাধিক অর্থ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 'মনের মানুষ' শব্দটি শোনা মাত্রই সাধারণভাবে ব্যক্তি তার প্রিয় মানুষ, ভালোবাসার মানুষের কথা স্মরণ করে থাকে। আবার ঈশ্বর বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে 'মনের মানুষ' হলেন তার আরাধ্য দেবতা। কেউ কেউ আবার 'মনের মানুষ' শব্দের দ্বারা জগতের সৃষ্টি-স্থীতি-প্রলয় কর্তা স্বরূপ ঈশ্বরকে স্বীকার করে থাকেন। ফলে এই পর্যায় এই প্রশ্নটি আসে যে - 'মনের মানুষ' পদের দ্বারা বাউলগণ কাকে অভিহিত করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি, বাউল দর্শনে 'মনের মানুষ' পদের দ্বারা অন্তরস্থীত পরমাত্মার কথা কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আত্মা'র আদিবিদ্যক রূপক হিসাবে বাউল দর্শনে 'মনের মানুষ' পদের ব্যবহার। এই 'মনের মানুষ' বাউল সাধনার কেন্দ্রীয় ভাবনা। মনের মানুষকে পাবার আশায় বাউল ঘর ত্যাগ করেছে; ছিন্ন করেছে জাগতিক মোহ, মায়ার বন্ধনকে। এই 'মনের মানুষ' তার হৃদয়ের এত কাছে থাকা সত্ত্বেও যেহেতু সে অধরা তাই লালন আক্ষেপের সুরে অন্তরের ভাবকে গানের ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন-

"মিলন হবে কত দিনে
আমার মনের মানুষের সনে"[৭]

আবার অন্যত্র আরেক গানে তিনি বলছেন-

"বাড়ির কাছে আরশিনগর সেথা এক পরশি বসত করে।
আমি একদিন না দেখলাম তারে।।"[৮]

সাঁইজি রচিত এরূপ বহু গান আমরা পাই যেখানে গানের ভাষায় মনের মানুষকে পাবার তীব্র বাসনার প্রকাশ ঘটেছে। তবে মনের মানুষকে পাবার এই বাসনা কিন্তু কখনো একা লালনের নয়, এই বাসনা সবার। তত্ত্বগত ভাবনায় সকলেই 'মনের মানুষ'-এর সন্ধানী। আত্মা স্বরূপত কিরূপ? জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কীরূপ? এই প্রশ্ন ভারতীয় দর্শনের সকল শাখাতেই আলোচিত হয়েছে। তবে পথ ও পন্থাগত ভাবে ভিন্নতা বশত 'মনের মানুষ'-এর স্বরূপকে কেন্দ্রকরে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক তত্ত্বের, যার মধ্যে একটি হল বাউল স্বীকৃত ইহজাগতিক আধ্যাত্ববাদী মতবাদ। এখন প্রশ্ন– ইহজাগতিক বা লৌকিক অধ্যাত্ববাদের মূল বক্তব্য কী?

তিন

লৌলিক অধ্যাত্মবাদের মূল বক্তব্য কী? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি, 'স্বরূপ' - এর আলোচনায় লৌকিক অধ্যাত্মবাদ এমন একটি তত্ত্ব যেখানে আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় জড়বাদী মতবাদের পাশাপশি অধ্যাত্মবাদী মতবাদকেও গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে প্রথাগত ভারতীয় দর্শনে অধিবিদ্যার আলোচনায় যেখানে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে বিভেদের এক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল, সেখানে বাউলের লৌকিক অধ্যাত্মবাদী তত্ত্বের মধ্যদিয়ে উভয় বিরোধ মূলক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি হয়েছে। এখন করো করো মনে এই প্রশ্ন আসতেই পারে যে, বাউল স্বীকৃত লৌকিক অধ্যাত্মবাদের মধ্যদিয়ে জড়বাদের সহিত অধ্যাত্মবাদের মিলন ঘটেছে কিভাবে? উক্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের প্রথমে 'আত্মার স্বরূপ' প্রসঙ্গে সংক্ষেপে প্রথাগত ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিকে আলোচনা করতে হয়। তাই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এখানে প্রথমে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জড়বাদী অভিমতকে আলোচনা করা হল।

প্রথাগত ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি হতে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা আমরা একমাত্র পাই চার্বাক দর্শনে। প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বকগণ তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় যেহেতু প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেছিলেন, সেহেতু অধিবিদ্যার আলোচনায় প্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধ নয় এমন কোনো সত্তার অস্তিত্ব এখানে স্বীকার করা হয়নি। এখন এই প্রেক্ষাপটে আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এখানে দাবী করা হয়েছে- প্রত্যক্ষযোগ্য

ভূতচতুষ্টয় যথা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এর বিশেষ সংমিশ্রণের মধ্যদিয়ে যখন দেহের উৎপত্তি হয় তখন তাতে চৈতন্য নামক গুণের আর্বিভাব ঘটে। আর এই চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকেই এখানে আত্মা বলে দাবী করা হয়েছে। এই মতে দেহ প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় দেহের অস্তিত্ব আছে, সুখ দুঃখ প্রভৃতি অন্তর প্রত্যক্ষের দ্বারা দেহ মধ্যস্থ চেতনা যেহেতু প্রত্যক্ষিত হয়, সেহেতু দেহের গুণ হিসাবে দেহ মধ্যস্থ চেতনার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে আত্মা প্রত্যক্ষযোগ্য না হওয়ায় স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে আত্মার কোনো অস্তিত্ব চার্বাক দর্শনে স্বীকার করা হয় নি। অর্থাৎ এখানে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলে স্বীকার করা হয়েছে। এইমতে দেহ ও আত্মা অভিন্ন। যার জন্য এই মতবাদ ***দেহাত্মবাদ*** নামে পরিচিত। চার্বাক বর্ণিত এই দেহাত্মবাদী মতবাদ ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য শাখায় নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের দাবী, আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে যদি চার্বাকী সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নি তাহলে এটা মানতে হয় দেহের বিনাশের মধ্যদিয়ে আত্মার বিনাশ ঘটে। কিন্তু আত্মা তো নিত্য, আর যা নিত্য তা উৎপত্তি বিনাশ রহিত। তাই তাদের অভিমত হল দেহ ও আত্মা অভিন্ন নয়। দেহের বিনাশ আছে আত্মার বিনাশ নেই। তাছাড়া যদি নিত্য আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করি তাহলে জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য শাখায়, বিশেষ করে ষড়্বাদী ভারতীয় দর্শনে দেহাতিরিক্ত নিত্য সত্তা স্বরূপ আত্মাকে স্বীকার করা হয়েছে। এখানে চেতনাকে দেহের ধর্ম বলার পরিবর্তে তাকে আত্মার ধর্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও চেতনা আত্মার স্বরূপ ধর্ম? না কী তা আগন্তুক ধর্ম? তা নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে পার্থক্য কেবল চেতনা আত্মার কীরূপ ধর্ম তা নিয়ে নয়; দেহাতিরিক্ত আত্মা নিত্য না কি অনিত্য তা নিয়েও কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। বৌদ্ধ দর্শনে দেহাতিরিক্ত আত্মাকে স্বীকার করা হলেও নিত্য সত্তা হিসাবে আত্মাকে স্বীকার করা হয় নি। ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধমতে চেতনার নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রবাহ অতিরিক্ত স্থায়ী আত্মা বলে আদতে কিছু নেই। বৌদ্ধভিক্ষুক নাগসেন রাজা মিলিন্দকে আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় রথের উপমাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং আত্মাকে পঞ্চস্কন্ধের সমন্বিত রূপ বা পঞ্চস্কন্ধের সমাহার বলে বর্ণনা করেছিলেন[৯]। যদিও শাশ্বতবাদী আত্মতত্ত্বে আত্মাকে নিত্য বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃত্তি বৈদিক সাহিত্য ও পরবর্তীকালে ষড়্বাদী আস্তিক দর্শনে দেহাতিরিক্ত নিত্য সত্তা হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই মতে নিত্য আত্মাকে স্বীকার না করলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন স্মৃতি, প্রত্যাভিজ্ঞাকে বর্ণনা করা যায় না, তেমনি আবার নীতিতত্ত্বমূলক আলোচনায় জীবাত্মার মুক্তি, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদকে বর্ণনা করা যায় না। কাজেই শাশ্বতবাদীগণ অধিবিদ্যার আলোচনায় না কেবল দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে আত্মাকে স্বীকার করেছেন বরং এখানে তারা আত্মাকে স্বরূপত নিত্য, শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল সত্তা হিসাবেই দাবী করেছেন। অর্থাৎ এখানে আত্মা স্বরূপত নিত্য, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা।

এখন আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে যদি এই তিনটি মতকে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যায় এখানে মূলত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি হতে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যথা-

১. দেহকেন্দ্রিকতাবাদী অভিমত থেকে।
২. দেহাতিরিক্ত শাশ্বত আত্মকেন্দ্রিকতাবাদী অভিমত থেকে।
৩. দেহাতিরিক্ত চেতনার প্রবাহ স্বরূপ আত্মকেন্দ্রিক অভিমত থেকে।

যা আদতে পরস্পর বিরোধী। আর তাই - আমি কে? আমার স্বরূপ কী? আমি পদের বাচ্যার্থ কী? এ জাতীয় প্রশ্নে প্রথাগত ভারতীয় দর্শনে একই বিষয়কে কেন্দ্র করে পরস্পর বিরোধীতার সূত্রপাত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়- জড়বাদী চার্বাক দর্শনে যেহেতু দেহকেন্দ্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হতে আত্মার স্বরূপকে বর্ণনা করা হয়েছে, সেহেতু এখান 'আমি' পদের বাচ্যার্থ হিসাবে 'আমার দেহ'কে স্বীকার করা হয়েছে। আবার শাশ্বতবাদী মতবাদে যেহেতু দেহাতিরিক্ত শাশ্বত আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে আত্মার স্বরূপকে বর্ণনা করা হয়েছে, সেহেতু এখানে 'আমি' পদের বাচ্যার্থ হিসাবে 'দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মা'কে স্বীকার করা হয়েছে। বিপরীত দিকে অনাত্মাবাদী বৌদ্ধ দর্শনে আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় যেহেতু দেহাতিরিক্ত চেতনার প্রবাহ স্বরূপ আত্মাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেহেতু এখানে ব্যক্তির স্বরূপ বলতে 'দেহাতিরিক্ত চেতনা প্রবাহ'এর কথা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল - দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল আত্মার স্বরূপ

জ্ঞান লাভ কিভাবে সম্ভব? আর যদি তা জানা নাই যায় তাহলে 'আমার স্বরূপ' হিসাবে কেন দেহাতিরিক্ত আত্মাকে স্বীকার করবো? তার চেয়ে আত্মার উপলব্ধি যেভাবে সম্ভব, ব্যক্তির স্বরূপ সেভাবেই বর্ণনা করা সহজ নয় কী? তবে তার অর্থ এই নয় যে, এখানে আত্মাকে চার্বাকের ন্যায় দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে দাবী করা হচ্ছে। দৈনন্দিন লোক ব্যবহারে আমরা সর্বদাই দেহ ও আত্মার মধ্যে ভিন্নতা উপলব্ধি করে থাকি। কাজেই দেহকে কখনই আত্মা বলে দাবী করা যায় না। আসলে এখানে যে বিষয়টি মূলতঃ দাবী করা হচ্ছে তা হল, দেহকে বর্জন করে বা অতিক্রম করে যেহেতু আত্মাকে জানা যায় না, আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে যেহেতু দেহকে অবলম্বন করেই তা সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে হয়, সেহেতু দেহ সম্পৃক্ত আত্মাই 'আমি' পদের বাচ্যার্থ। দেহের সাথে আত্মার সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় ফকির লালন সাঁই তাঁর গানের ভাষায় বলেন-

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম তাহার পায়"[১০]

এখন প্রশ্ন - দেহসম্পৃক্ত আত্মার ধারণা লাভ কীভাবে সম্ভব ? যার উত্তর আমরা পাই বাউলের লৌকিক অধ্যাত্মবাদের আলোচনায়। এখানে 'দেহ' ও 'আত্মা'র মধ্যে যেমন অভিন্নতাকে স্বীকার করা হয় নি, তেমনি আবার অধ্যাত্মবাদের ন্যায় দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে আত্মাকে বর্ণনা করা হয় নি। বরং এখানে দেহের মধ্যে আত্মার বিকাশ প্রকাশকে স্বীকার করা হয়েছে। তাই এখানে অধ্যাত্মবাদের সাহিত জড়বাদের সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

চার

আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বাউলের দর্শন চিন্তায় যে চার্বাকী জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব আছে তার প্রমাণ হল-

প্রথমত : এখানে দেহ নিরপেক্ষ আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় নি।

দ্বিতীয়ত : এখানে আত্মার প্রকাশ বিকাশ ক্ষেত্র হিসাবে দেহকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত : বাউলগণ আত্মদর্শনের আলোচনায় দেহের জ্ঞানকে আবশ্যিক বলে স্বীকার করেছেন।

চতুর্থত : এখানে অতিন্দ্রিয় লৌকিক সত্তা হিসাবে পরমাত্মার কথা স্বীকার করা হয় নি।

পঞ্চমত : দেহহীন আত্মার অভাব বশতঃ এখানে পুনর্জন্ম, পরলোকের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়েছে।

এই দিকদিয়ে দেখলে ভারতীয় দর্শন মধ্যস্থ চার্বাকী দেহ-কেন্দ্রিকতাবাদের একটি প্রভাব আমরা বাউলে পাই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বাউল দেহবাদী। এখানে আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় দেহ-কেন্দ্রিকতাবাদের পাশাপাশি অধ্যাত্মবাদী চিন্তাকেও গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে এখন এই প্রশ্ন আসে - আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় বাউল অধ্যাত্মবাদকে কীভাবে স্বীকার করেছে? উত্তরে বলি, 'যারে দেখি না নয়নে তারে ভজিব কেমনে?'[১১] এই বস্তুবাদী চিন্তার ধারক হয়েও বাউলগণ বস্তুবাদের উর্দ্ধে উঠে অধ্যাত্মবাদকে স্বীকার করেছে। এক্ষেত্রে সুফীর প্রভাবকে স্বীকার করতে হয়। মূলত সুফীয়ানা আত্মদর্শনের প্রভাবেই বাউলের মধ্যে অধ্যাত্মবাদী চিন্তাচেতনার প্রসার ঘটেছে। এখানে দেহ ও আত্মার মধ্যে ভিন্নতা স্বীকার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত দেহকেন্দ্রিকতাবাদের মূল বক্তব্য কিন্তু কেবল দেহের মধ্যে আত্মার বিকাশকে স্বীকার করা নয়। আসলে এখানে যেহেতু দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন বলে দাবী করা হয়েছে, তাই আত্মার বিকাশ ক্ষেত্র হিসাবে দেহকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন বলে প্রতিষ্ঠা করাই দেহকেন্দ্রিকতাবাদের মূল বক্তব্য। কিন্তু বাউলগণ দেহকে আত্মা বলে মান্যতা দেয় নি। এখানে 'দেহ' ও 'আত্মা' উভয়ই সাধনার বিষয়। অন্যভাবে বললে, বাউলের অধ্যাত্মচেতনায় আত্মা দেহের সাথে অভিন্ন নয়, দেহ হতে ভিন্ন; তাই বলে সাবেকী অধ্যাত্মবাদের ন্যায় তার দেহ স্বতন্ত্র বা দেহ নিরপেক্ষ উপলব্ধি বাউলগণ স্বীকার করেন নি। আর তাই সাবেকী অধ্যাত্মবাদের ন্যায় এখানে জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদকেও স্বীকার করা হয় নি। কাজেই আমরা এই কথা বলতে পারি 'আমার স্বরূপ' প্রসঙ্গে আলোচনায় বাউলকে এককভাবে যেমন দেহকেন্দ্রিকতাবাদী বলে দাবী করা যায় না, তেমনি আবার সবেকী দৃষ্টিভঙ্গি হতে অধ্যাত্মবাদী বলেও দাবী করা যায় না।

আসলে এখানে এককভাবে দেহাত্মবাদকে যেমন গ্রহণ করা হয় নি, তেমনি আবার দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মাকেও স্বীকার করা হয় নি। এই মতে আত্মা দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর দেহ সম্পৃক্ত আত্মাকেই এখানে 'আমি' পদের বাচ্যার্থ বলে দাবী করা হয়েছে। তাই আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে বাউলের এই দৃষ্টিকে এখানে লৌকিক অধ্যাত্মবাদী বা দেহকেন্দ্রিক অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টি বলে দাবী করা হয়েছে। যা প্রকাশ পেয়েছে তাদের রূপ-স্বরূপতত্ত্বের মধ্যদিয়ে। এখানে দাবী করা হয়েছে রূপ ছাড়া স্বরূপের জ্ঞান লাভ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। 'রূপ' বলতে বাউলগন 'দেহ' এবং 'স্বরূপ' বলতে রূপের অন্তরালে থাকা সারসত্তা স্বরূপ 'আত্মা'কে বুঝিয়েছেন। কাজেই এই দাবী করাই যায় যে, এখানে আত্মদর্শন আলোচনায় 'দেহ' এবং 'দেহমধ্যস্থ' আত্মা উভয়ই গুরুত্ব পেয়েছে।

উল্লেখ্য আত্মাদর্শন প্রসঙ্গে বাউলের এই যে চিন্তা - চেতনা তা সবই প্রকাশ পায় তাদের সাধন সঙ্গীতের ভাষায়। তাই বাউলিয়া আত্মদর্শনের আলোচনায় বাউলগানের অন্তর্নিহিত অর্থ বিচার যে একন্ত প্রয়োজন সে কথা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সাঁইজি রচিত একটি গানের কথা। লালন সাঁই তাঁর একগানে পরমাত্মার অধিষ্ঠান স্বরূপ দেহকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

"আপন ঘরের খবর নে না
অনাসে জানতে পারবি
কোনখানে সাঁই বারামখানা"[১২]

এ গানের ভাষায় একাধিক আদিবিদ্যক রূপকের উল্লেখ আমরা পাই। কাজেই গানটির মর্মার্থ অনুধাবন করতে হলে আগে রূপকের অর্থবোধ একান্ত প্রয়োজন। প্রথম লাইনে 'ঘর' বলতে এখান দেহ, সম্প্রসারণে 'মানব দেহে'র কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় লাইনে 'সাঁই' পদের দ্বারা 'পরমাত্মা'র কথা বলা হয়েছে, আর 'বারামখানা' পদের অর্থ হল 'বিশ্রামখানা'। অতএব গানটির মর্মার্থ হল - যদি নিজ দেহের জ্ঞান অর্জন করতে পারো তাহলে দেহের মধ্যেই যে পরমাত্মার অধিষ্ঠিত আছে তা সহজেই তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। তবে কেবল এই গানটি নয়, সাঁইজি রচিত এরূপ বহু গান আমরা পাই যেখানে লালন সাঁইজি জগৎ ও জীবন কেন্দ্রিক গুঢ় তত্ত্বকে সহজ সুরের মাধ্যমে গানের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এ রকমই একটি গান হল 'খাচার ভিতর অভিন পাখি কেমনে আসে যায়' গানটি। ইতিপূর্বেই আমরা এ সম্বন্ধে অবগত হয়েছি যে, বাউল দর্শনে আত্মার আদিবিদ্যক রূপক হিসাবে 'অচিন পাখি' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। দেহের মধ্যে আত্মার যাওয়া আসা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে সাঁইজি গান বাঁধেন-

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়
তার ধরতে পাড়লে মনো বেড়ি
দিতাম পাখির পায়
পাখি কেমনে আসে যায়"[১৩]

গানটি দেহতত্ত্বের গান। এই গানের ভাষায় সাঁইজি একদিকে যেমন দেহ ও আত্মার মধ্যেকার ভেদকে বর্ণনা করেছেন, তেমনি দাবী করেছেন তার স্বরূপ জানতে হলে আগে দেহের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। দেহকে অন্ধকারে রেখে যে আত্মার জ্ঞান লাভ সম্ভব নয় তাই প্রতিফলিত হয়েছে সাঁইজি দ্বারা রচিত এই গানের ভাষায়। তবে কেবল লালন সাঁইজি নয়, হাসন রাজা, দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, বলন কাই, সিরাজ সাঁই, ফিকির চাঁদ, গগন হরকার-প্রমুখ বাউল ফকির দ্বারা রচিত গানেও আমরা সর্বদাই আত্মদর্শমূলক দর্শনগত সিদ্ধান্তের প্রতিফলন পাই। তাদের গানেও 'সহজ মানুষ' এর বর্ণনার মধ্যদিয়ে আত্মদর্শনের কথাই প্রচার পেরেছে। আসল বাউলগণ তাদের গানের ভাষায় সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে এক সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়েছে। ফলে এই গানের ভাষা সুর, ছন্দ, যেমন সাহিত্য চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে; তেমনি এই গানের ভাষায় যে সিদ্ধান্তের প্রকাশ ঘটেছে, তা দর্শন চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

পাঁচ

সুতরাং একথা বলা যায় যে, যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে - বাউল দর্শনের প্রেক্ষিত হতে আত্মাদর্শনের আলোচনা - তাতে বাউলের অবস্থান লৌকিক অধ্যাত্মবাদী হিসাবে। কারণ আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় বাউল মতের মধ্যে যেমন চার্বাকী জড়বাদী প্রস্তাব লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অধ্যাত্মবাদী মতকেও এখানে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয়নি। বরং এই দুই মতের মধ্যে একটা সমন্বয় সৃষ্টি করে এখানে ব্যক্তির স্বরূপকে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে একথাও ঠিক যে, এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাউল মতের পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন হয়ত সম্ভব হয়নি। তবে এই আলোচনার মধ্যদিয়ে যে দিকটি বিশেষভাবে উঠে এসেছে তা হল, পূর্বে একথা মনে করা হত ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে 'আত্মদর্শন' বা 'ব্যক্তির স্বরূপ' সংক্রান্ত আলোচনা মানেই তা হয় দেহাত্মবাদী না হয় অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টি হতে আলোচিত হবে। কিন্তু এই গবেষণা প্রবন্ধে এই দ্বি-তত্ত্বমূলক অবস্থানকে ভাঙ্গার একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এখানে দাবী করা হয়েছে, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আত্মার স্বরূপ আলোচনায় দেহকেন্দ্রিকতাবাদ বা আত্মকেন্দ্রিকতাবাদই একমাত্র পথ নয়। আত্মার স্বরূপ আলোচনায় এর বিকল্প পথ হিসাবে বাউল স্বীকৃত দেহ সম্পৃক্ত আত্মকেন্দ্রিকতাবাদকেও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে তার জন্য রাজপথ ছেড়ে গলি পথকে অললম্বন করতে হবে। কারণ, বাউল দর্শন প্রথাগত নয়, তা হল প্রান্তীয় দর্শন।

তথ্যসূত্র :

১. দ্রষ্টব্য মাননান, আবদেল: *লালন দর্শন*, রোদেলা, প্যারিস রোড (বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৪১৫, চতুর্থ মুদ্রণ, বইমেলা ২০২১, পৃ. ৩৬
২. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদিত): *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, রজত-জয়ন্তী বর্ষ প্রকাশন, জানুয়ারি, ২০০০, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃ.২৫৮
৩. দ্রষ্টব্য বেগম, হাসনা : 'বাউল দর্শন'. *বাংলাদেশ দর্শন* : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, শরীফ হারুন (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, জুন ১৯৯৪, পৃ. ১২৪
৪. প্রাগুক্ত,২, পৃ. ২২৯
৫. দ্রষ্টব্য, ঘোষ, শান্তিদেব. 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার বাউল'. *বাউল সংগীতের নন্দনতত্ত্ব*, দেবপ্রসাদ দাঁ (সম্পাদিত), মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ৩৮ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ২০১২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬১
৬. চৌধুরী, আবুল আহসান : *লালন সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ১৭ ও ১৭/এ (নিচতলা) আজিজ মার্কেট শাহবাগ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮/ফাল্গুন ১৪১৪, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪/মাঘ ১৪২০, পৃ. ১৯৮
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৮
৯. দ্রষ্টব্য বাগচী, দীপক কুমার : ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট,কলকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭, সংযোজিত ও পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৪, পৃ. ৪০
১০. প্রাগুক্ত, ২, পৃ. ২৩৪
১১. ঝা, শক্তিনাথ : বস্তুবাদী বাউল, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৫০০
১২. প্রাগুক্ত, ৬, পৃ. ১০৭
১৩. প্রাগুক্ত, ৬, পৃ. ২৯৭

সহায়ক গ্রন্থসূচী :

১. হারুন, শরীফ (সম্পাদিত): *বাংলাদেশ দর্শন* : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, জুন ১৯৯৪।

২. ঝা, শক্তিনাথ: বস্তুবাদী বাউল, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০১০

৩. বাগচী, দীপক কুমার: ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, ৩৭এ,কলেজ স্ট্রীট,কলকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭, সংযোজিত ও পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৪.

৪. মাননান, আবদেল : *লালন দর্শন*, রোদেলা, প্যারিস রোড (বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০,প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৪১৫, চতুর্থ মুদ্রণ, বইমেলা ২০২১.

৫. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদিত) : *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, রজত-জয়ন্তী বর্ষ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০০, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭.

৬. দাঁ, দেবপ্রসাদ (সম্পাদিত), *বাউল সংগীতের নন্দনতত্ত্ব*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ৩৮ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ২০১২.

৭. চৌধুরী, আবুল আহসান : *লালন সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ১৭ ও ১৭/এ (নিচতলা) আজিজ মার্কেট শাহবাগ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮/ফাল্গুন ১৪১৪, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪/ মাঘ ১৪২০.